গণতন্ত্রের নবযাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমর্থন করেন না, যে কারণে তিনি ভোটদানে বিরত থাকেন।

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বাছাই কমিটিতে দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদান করেছিলেন। সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে দলীয় সিদ্ধান্ত তখন না থাকায় তাকে এ কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু গতকাল সংসদে ভোটাভুটির সময় জনাব মওদুদ জানান, তাঁর দল দ্বাদশ সংশোধনী বিলের পক্ষে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সারা হাউস জনাব মওদুদের ঘোষণাকে টেবিল চাপড়িয়ে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম আমাদের দলীয় চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদসহ অপর ৩ নেতা এ বিলে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁরা আসতে পারেননি। এজন্যে আমরা দুঃখিত।

একাদশ সংশোধনীতে সরকারি দলের ব্যারিস্টার আমিনুল হক এবং দ্বাদশ সংশোধনীতে বিরোধী দলের প্রধান সচেতক মোহাম্মদ নাসিমের দুটি এবং জনাব শাজাহান সিরাজের একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বাদশ সংশোধনীতে সর্বমোট ১৭৪টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। গৃহীত হওয়া প্রস্তাবগুলো ছাড়া বাকি সংশোধনী প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

রাত ১০-৪৮ মিনিটের সময় ভোটাভুটি প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং রাত সাড়ে ১২টায় তা শেষ হয়। প্রথমে একাদশ সংশোধনীর বিভিন্ন দফার উপর ভোট নেয়া হয়। কিন্তু পাস করার সময় দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি আগে পাস করা হয়। পরে পাস করা হয় একাদশ সংশোধনী বিল। বিরোধী দলের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে এ ব্যতিক্রম ঘটানো হয়।

বিলগুলো পাস হওয়ার সাথে সাথে সংসদের ভেতর ঈদের আনন্দ বয়ে যায়। সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা নিজস্ব রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কোলাকুলি ও করমর্দন করে আনন্দ প্রকাশ করে। সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়িয়ে টিভি ক্যামেরায় পৌজ দেয়া, ছবি তোলা ইত্যাদি নিয়ে সদস্যরা মেতে উঠে। ভোট দিয়ে লবি থেকে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করে জনাব তোফায়েল আহমদ প্রথমেই সংসদের মহিলা সদস্যদের সাথে করমর্দন করেন। সরকারি দলের মিসেস ফরিদা হাসান খুশিতে শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে জড়িয়ে ধরেন এবং বিরোধী দলের হুইপ জনাব আবুল হাসান চৌধুরীর সাথে কোলাকুলি করেন। সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধান সচেতকদ্বয় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো বিনিময় করেন। আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ এবং বিরোধী দলের উপ-নেতা জনাব আবদুল সামাদ আজাদ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অন্যান্য সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

মোট ৫টি লবিতে ভোট গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে ৪টি লবিতে 'হ্যাঁ' ভোটের জন্যে এবং একটি লবি 'না' ভোটের জন্যে নির্ধারিত ছিল। সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা ৩নং লবিতে ভোট প্রদান করেন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা ১নং লবিতে ভোট প্রদানকরেন।

এর আগে সকালের অধিবেশনে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে বক্তব্য পেসশ করেন, সংসদ সদস্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান, মোছাঃ বেগম মতিয়া চৌধুরী, হাজী রাশেদ মোশাররফ, নজির হুসেন, জনাব শামসুদ্দোহা, আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন, ইমরান আহমদ, মোশাররফ হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, রহমত আলী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, তবিবুর রহমান সরদার, আবদুস শহীদ, মহিউদ্দিন আহমদ, আবদুর রশীদ, শাহজাহান, আজিজুর রহমান চৌধুরী, এএম রিয়াছাত আলী, মওলানা আবদুস সোবহান, আবু বক্কর, শাহজাহান চৌধুরী, ডাঃ একেএম আমজাদ, আবদুল হাফিজ, আবদুল মতিন খসরু, অধ্যাপক ওয়ালীউল্লাহ, মওলানা সাখাওয়াত হোসেন, নজরুল ইসলাম, মুনসুর আহমদ, সুলতান-উল-কবির চৌধুরী, লতিফুর রহমান, মওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রমুখ।

আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী দেশের রাষ্ট্রপতি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিষয়টি সংশোধনীর প্রস্তাবকরেন।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মত রাষ্ট্রপতি আমরা চাই না। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী ক্ষমতা দিতে চাই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিয়ে বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি তিনিই নির্বাচনকরবেন।

এনডিপির সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয় না। দেশের সর্বোচ্চ পদকে সম্মান দেয়ার লক্ষ্যেই রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগের মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, আমি গোপন ব্যালটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে আমার ভোটেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে।

সিপিবির মোঃ শামসুদ্দোহা বলেন, আমরা দ্বাদশ সংশোধনী বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস করাতে চাই। তবে 'গোপন ব্যালটের' মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা নির্বাচনের পূর্বে প্রথম বলেছি, 'আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশী তাকেদেবো'।

জামায়াতের মওলানা আবদুস সোবাহান দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ৩ দফার ৪৯ অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে, 'হত্যাকারীর দন্ড মওকুফের ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের সম্মতি' নেয়ার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকরেন।

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

23